১৯-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ২৯-১২-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগ - সহজ প্রাপ্তির যুগ

আজ, দিলদরিয়া, করুণাময় বাবা তাঁর প্রফুল্লহৃদয় এবং দিল-খোলা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । বাপদাদা যেমন সদা উদারহৃদয় আর বেহদের দিলদরিয়া এবং যেজন্যে সকলের হৃদয় জয় করে দিলারাম হয়েছেন, একইভাবে বাচ্চারাও বেহদ হৃদয়, সঙ্কীর্ণমুক্ত মন, দাতাভাবের হৃদয় দিয়ে তাদের আনন্দচিত্তে জগৎকে অবিরত খুশি করছে । তোমরা এমনই সৌভাগ্যবান আত্মা ! তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাই জগতের আধার । যখন সবাই তোমরা জেগে ওঠা প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি হয়ে ওঠো তখন বসুন্ধরাও জেগে ওঠে । তোমরা নিদ্রামগ্ন হলে পৃথিবীও নিদ্রামগ্ন হয় । তোমাদের সবার উত্তরণের স্থিতি হলে, সকল আত্মার কল্যাণ হয় । প্রত্যেক আত্মাই তাদের যথা শক্তি তথা সময় অনুযায়ী মুক্তি এবং জীবনমুক্তিপ্রাপ্ত হয় । যখন তোমরা বিশ্বের রাজত্ব করো, সেই সময় সকল আত্মা মুক্তির স্থিতিতে থাকে । তোমাদের শাসনকালীন ত্রিলোকে কোনরকম দুঃখ অশান্তির লেশমাত্র থাকেনা । তোমরা এইরকম সব আত্মাদের বাবা দ্বারা সুখ শান্তির দান গ্রহণে সমর্থ বানাও, যাতে অনেক কাল ধরে তাদের যে মুক্তির আশা ছিলো সেই দান থেকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । এইভাবে সকল আত্মাদের এবং বিশ্বকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাপ্তি করাতে তোমরা তাহলে প্রাপ্তিস্বরূপ হয়েছো, তাই না ! কারণ যিনি সর্বপ্রাপ্তির দাতা, সর্বশক্তির বিধাতা, যিনি বরদাতা, সেকেন্ডে তোমাদের সর্বাধিকার প্রদান করেন , শ্রেষ্ঠ ভাগ্য-বিধাতা, অবিনাশী বাবার ডাইরেক্ট বাচ্চা হয়েছো । তোমরা অধিকারী আত্মারা, তোমাদের অধিকার অবিরত স্মরণ করতে করতে শ্রেষ্ঠ রুহানী নেশা এবং নিরন্তর খুশির অনুভব করো ? তোমাদের বেহদ হৃদয়, সুতরাং হদের কোনরকম প্রাপ্তির প্রতি তোমাদের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না তো ! হয় কি ? সদা সহজ প্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হয়েছো, নাকি অনেক মেহনতের পর সামান্য ফল প্রাপ্ত করো ? বর্তমান সময় প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার সীজন । শুধু একটা শক্তিশালী সঙ্কল্প অথবা শক্তিশালী কর্ম করলে আর এক বীজের দ্বারা তোমরা পদমগুণ ফল প্রাপ্ত করো । তাহলে কি তোমরা সীজনের ফল অর্থাৎ সহজ ফলের প্রাপ্তি করো ? ফল অনুভব হয়, নাকি ফল বেরোনোর আগেই মায়ারুপী বিহঙ্গ ফল নষ্ট করে দেয় ? তাহলে এতটা অ্যাটেনশন থাকে নাকি অনেক মেহনত করার পর, যোগে থাকার পরেও, সবকিছু পড়েও এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করেও তোমাদের যেমন প্রাপ্ত হওয়া উচিৎ তেমন প্রাপ্তি হয়না ! তোমাদের সদা অ্যাটেনশন দেওয়া উচিৎ কারণ তোমাদের প্রাপ্তি একের পদমগুন প্রাপ্তি, সুতরাং অগুনতি ফলের প্রাপ্তি, তাই না ! তবুও সদা খেয়াল থাকেনা । যতটা প্রয়োজন ততটা থাকেনা । এর কারণ কি ? সঙ্কল্প এবং কর্মরুপী বীজ শক্তিশালী নয় । বাতাবরণরুপী ধরণী শক্তিশালী নয়, অথবা ধরণী বা বীজ ঠিক আছে, ফলও বেরোয় কিন্তু "আমি করেছি" , হদের এই সঙ্কল্প দ্বারা তোমরা কাঁচা ফল খেয়ে নাও , অথবা মায়ার বিভিন্ন সমস্যা, বাতাবরণ, সঙ্গদোষ, পরমত বা মনোমত, ব্যর্থ সঙ্কল্প রুপী বিহঙ্গ ফলকে ভ্রষ্ট করে দেয়, এই কারণে ফল-অনুভবের খাজানা থেকে অর্থাৎ সকল প্রাপ্তি থেকে তোমরা বঞ্চিত থেকে যাও । এমন বঞ্চিত আত্মাদের বোল এইরকম হয়, "আমি জানিনা, কেন" । না জানার এইরকম ব্যর্থ মেহনত তোমরা করোনা, তাই না ? তোমরা সহজ যোগী, তাই তো ! সহজ প্রাপ্তির সীজনে কেন তোমরা মেহনত করো ? তোমরা বরসা, বরদান লাভ করো; এটাই সীজন এবং তোমাদের দিলদরিয়া বরদাতাও আছেন । প্রফুল্লহৃদয় ভাগ্যবিধাতা আছেন, তাও কেন তোমরা মেহনত করো ? যে বাচ্চারা অনুক্ষণ হৃদয় সিংহাসনে বসে আছে তাদের মেহনত করার প্রয়োজনই হয়না । সঙ্কল্প করলে আর সফলতা অর্জন করলে । সঠিক বিধির সুইচ অনও করলে

আর সাফল্য প্রাপ্ত হলে । তোমরা এইরকমই সিদ্ধিস্বরূপ, তাই না ! নাকি মেহনত করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে যাও? মেহনত করার কারণ - অমনোযোগ এবং আলস্য । স্মৃতি স্বরূপের সুরক্ষিত দুর্গে তোমরা থাকোনা অথবা কেল্লার মধ্যে থেকেও কোনো-না-কোনো শক্তির দুর্বল দরজা বা জানালা খুলে দাও, আর এইভাবেই মায়াকে চান্স দিয়ে দাও । চেক করো, কোন শক্তির অভাব আছে ! অর্থাৎ কোন রাস্তা খোলা থেকে গেছে ! তোমাদের সঙ্কল্পেও যদি দৃঢ়তা না থাকে তাহলে জেনো, রাস্তা সামান্য খোলা আছে, এইজন্যই তোমরা বলো ঠিকভাবেই তো চলছি, সবরকম নিয়ম পালন করছি, শ্রীমৎ মেনে চলছি, কিন্তু সেসব নাম্বার ওয়ান খুশি আর দৃঢ়তার সাথে নয় । কোনরকম বাধ্যবাধকতায় বা ভয় থেকে বা ব্রাহ্মণ পরিবার কি বলবে, কি ভাববে এই লোকলজ্জার বশে তোমরা নিয়ম পালন করো না তো ? দৃঢ়তার লক্ষণ হলো সাফল্য । যেখানে দৃঢ়তা আছে অথচ সেখানে সফলতা থাকবেনা, এইরকম হতেই পারে না । যা তোমরা কল্পনাও করতে পারোনি সেইরকম প্রাপ্তি হবে অর্থাৎ সঙ্কল্প থেকেও প্রাপ্তি বেশি হবে । সুতরাং বর্তমান সময় হলো সহজভাবে সর্বপ্রাপ্তির যুগ, এইজন্য সদা সহজ যোগী ভব -র অধিকারী এবং বরদানী হও । বুঝেছো তোমরা ? মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়েও মেহনত করতে হলে তবে মাস্টার হয়ে তোমরা কি লাভ করলে ? তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছো, যিনি তোমাদের মেহনত থেকে মুক্ত করে দেন এবং কঠিন জিনিসকে সহজ করে দেন, তবু এখনো মেহনত করতে হচ্ছে ! তোমরা বোঝা বয়ে বেড়াও, এইজন্য তোমাদের মেহনত করতে হয় । বোঝা ছেড়ে হালকা হয়ে যাও, তবেই ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকবে । আচ্ছা !

এইরকম সদা দিলখুশ, সদা সহজ ফলের প্রাপ্তিস্বরূপ, সদা বরদাতার থেকে যারা সফলতা অর্জন করে এমন সৌভাগ্যবান উত্তরাধিকারী বাচ্চাদের দিলারাম বাবার স্মরণ স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদাঃ পাঞ্জাব জোন

সবাই তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো ? তোমাদের স্বদর্শন চক্র অনবরত চলতে থাকে ? যেখানে স্বদর্শন চক্র সেখানে তোমরা সর্ববিঘ্ন থেকে মুক্ত কারণ স্বদর্শন চক্র মায়ার বিঘ্ন সমাপ্ত করার জন্য । যেখানে স্বদর্শন চক্র আছে সেখানে মায়া নেই । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছো এবং স্ব-এর দর্শন হয়েছে । বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । এইরকম স্বদর্শন চক্রধারীই বিশ্ব কল্যাণকারী কারণ তোমরা বিঘ্ন বিনাশক । গণেশকে বলা হয় বিঘ্ন বিনাশক । গণেশের কতো পূজা হয় ! কতো ভালোবাসায় তারা তাঁর পূজা করে, কতো আনন্দের সাথে তাঁর মূর্তির সাজসজ্জা করে, কতো খরচ করে, এইরকম বিঘ্ন বিনাশক, এই সঙ্কল্পই বিঘ্নের বিনাশ ঘটায়, কারণ, সঙ্কল্পই স্বরূপ বানায় । যদি তোমরা বিঘ্ন, বিঘ্ন বলতে থাকো, তবে বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে যাও । তখন একটা কমজোর সঙ্কল্প থেকে একটা কমজোর সৃষ্টির রচনা হয়ে যায়, কারণ, যদি তোমার একটা সঙ্কল্প দুর্বল হয়, তখন সেই একটা সঙ্কল্পের পিছনে আরও অনেক কমজোর সঙ্কল্প তৈরি হয়ে যায় । 'কেন' বা 'কি' -এর একটা সঙ্কল্প অনেক 'কেন' 'কি' -এর প্রশ্ন নিয়ে আসে । যদি তোমাদের সমর্থ সঙ্কল্পের উদ্ভব হয়, "আমি মহাবীর" , "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" , তখন সৃষ্টিও শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় । অতএব, যেমন সঙ্কল্প, তেমন সৃষ্টি । এই সবই সঙ্কল্পের খেলা । যদি তুমি খুশির সঙ্কল্প উৎপন্ন করো, সেই সময় তোমার খুশির বাতাবরণ অনুভব হবে । দুঃখের সঙ্কল্প উৎপন্ন হলে তখন খুশির বাতাবরণেও তুমি দুঃখের বাতাবরণ অনুভব করবে, খুশির অনুভব হবেনা । সুতরাং, বাতাবরণ তৈরি করা, সৃষ্টি রচনা তোমাদের নিজেদের হাতে । দৃঢ় সঙ্কল্পের উৎপত্তিতে বিঘ্ন "ছুঃ মন্তর" হয়ে যাবে অর্থাৎ ভোজবাজির মতো উবে যাবে । যদি

তোমরা ভাবো, "জানিনা এটা হবে কি হবেনা" , তবে মন্ত্র কাজ করবে না । উদাহরণস্বরূপ, তোমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাও, তখন ডাক্তারও জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর ওপর তোমার ফেইথ (আস্থা)আছে কিনা ! যতো ভালো ওষুধই হোক, যদি ডাক্তারের ওপর ফেইথ না থাকে তবে সেই ওষুধের প্রভাব কোনো কাজেই আসবে না । সেটা বিনাশী ব্যাপার, কিন্তু এখানের ব্যাপার অবিনাশী । সুতরাং, সদাসর্বদা মনে রেখো, তোমরা সদা বিঘ্ন বিনাশক আত্মা, পূজ্য আত্মা । কোন রূপে এখনও তোমাদের পূজা হচ্ছে ? লাস্টের এটা বিকারী জন্ম হওয়ার কারণে এই রূপের স্মৃতিচিহ্ন রাখা হয় না, কিন্তু কোনো না কোনো রূপে তোমাদের স্মরণিকা বিদ্যমান । সেইজন্য সবসময় নিজেকে মাস্টার সর্বশক্তিমান, শিবের বাচ্চা বিঘ্ন বিনাশক গণেশ মনে করে চলো । তোমরা নিজেরাই সঙ্কল্প তৈরি করো, "জানিনা", "জানিনা", সুতরাং এই দুর্বল সঙ্কল্পের কারণেই তোমরা জালে আটকা পড়ে যাও । অতএব, নিরন্তর খুশির দোলায় দুলে সকলের বিঘ্নহর্তা হও । সকলের মুশকিল সহজ করে মুশকিল আসান হও । এইজন্য শুধু স্থিরসঙ্কল্প আর ডবল লাইট থাকো, আমার কিছুই না, সবকিছু বাবার । যখন তোমরা নিজের সাথে বোঝা রাখো, তখনই বিঘ্ন আসে । যদি কিছুই তোমার না হয় তাহলেই তুমি নির্বিঘ্ন । যদি বলো, "এটা আমার" তো বিঘ্নের জাল তৈরি হয় । সুতরাং, জাল নাশকারী বিঘ্ন বিনাশক হও । বাবারও এই কাজ । যে কাজ বাবার, তা' বাচ্চাদেরও । যে কোনো কাজ, যদি খুশির সাথে করো তো সেই সময় সেই কাজ করতে কোনরকম বিঘ্ন তোমরা অনুভব করোনা । সুতরাং, খুশি মনে কাজে বিজি থাকো । তোমরা বিজি থাকলে তবে মায়া আসবে না । আচ্ছা –

২) তোমরা যে সফলতার ঝলমলে নক্ষত্র, এই স্মৃতি থাকে তোমাদের ? আজও, সবাই আকাশে তারাদের কতো ভালোবাসার সাথে দেখে, কারণ তারারা আলো দেয় । ঝলমল করে বলে তারাগন এতো প্রিয় লাগে । সুতরাং তোমরাও সফলতার ঝলমলে নক্ষত্র । সাফল্য সকলেই ভালোবাসে ; কেউ কেউ প্রার্থণাও করে, তাদের কাজ যেন সফল হয় । প্রত্যেকে সফলতা চায়, সেখানে তোমরা নিজেরাই সফলতার নক্ষত্র হয়ে গেছ । এমনকি তোমাদের জড় চিত্র এখনও সফলতার বরদান দিচ্ছে । সুতরাং, তোমরা কতো মহান এবং শ্রেষ্ঠ ! এই নেশা আর নিশ্চয় বজায় রাখো । তোমরা সফলতার পিছনে ছুটে বেড়াও না, বরং তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সফলতার প্রতিমূর্তি । সফলতা তোমাদের পিছু পিছু স্বতঃই চলে আসবে ।

৩) সদা বাবার সাথে থেকে, নিরন্তর বাবার থেকে সহযোগ প্রাপ্তকারী আত্মা হিসেবে নিজেদের মনে করো তোমরা ? সদা তাঁর সঙ্গ অনুভব করো ? যেখানে সদাসর্বদা বাবার সাহচর্য থাকে, সেখানে সহজে সর্বপ্রাপ্তি হয় । যদি না থাকে তবে তোমাদের সর্বপ্রাপ্তিও হবে না, কারণ বাবা সর্বপ্রাপ্তির দাতা । যেখানে দাতা সঙ্গে থাকবেন, সেখানে সর্বপ্রাপ্তিও সাথে থাকবে । সদা বাবার সাহচর্য অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তির অধিকারী । সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ আত্মারা অর্থাৎ সম্পন্ন আত্মারা সদা অনড় থাকবে । সম্পন্ন না হলে অস্থিত হবে । সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ অনড় থাকা । স্বয়ং বাবা যখন সাথ দিচ্ছেন, তখন যাদের নেওয়ার আছে তাদের তো নেওয়াই উচিৎ, তাই না ! দাতা দিচ্ছেন যখন, পুরোপুরিই তো নেওয়া উচিৎ, অল্প নয় । ভক্তরা অল্প নিয়েই খুশি হয় কিন্তু জ্ঞানী অর্থাৎ পুরোপুরি নেয় ।

জার্মান গ্রুপের সাথে :- সদা নিজেদের বাবার কাছাকাছি হওয়া রত্ন মনে করো ? দেশ থেকে যতো দূরেই থাকো, কিন্তু অন্তর থেকে তো কাছাকাছি থাকো, এইরকমই অনুভব হয়, তাই না ? যারা অবিরত স্মরণে থাকে, সেই স্মরণ তাদের নিকট হওয়ার অনুভব করায় । তোমরা সহজ যোগী, তাই

না ! যখন তোমরা 'বাবা' বলো, তখন 'বাবা' শব্দই সহজ যোগী বানিয়ে দেয় । 'বাবা শব্দ জাদু শব্দ । কিছু জাদুকরী জিনিস বিনা মেহনতে প্রাপ্তি করায় । তোমরা যা চাও প্রাপ্ত করতে পারো, সুখ শান্তি শক্তি যা চাই, 'বাবা' শব্দ বললে সবকিছু তোমরা লাভ করবে । এইরকম অনুভব করো তোমরা ? যে বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন ছিলো এবং তারপরে এসে আবার তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে, সেই সকল বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত হন । অধিক খুশি কার ? তোমাদের নাকি বাবার ? বাপদাদা সদা সব বাচ্চার বিশেষত্ব স্মরণ করেন । কতো লাকি তোমরা ! অনুভব করো তোমরা, বাবা তোমাদের স্মরণ করছেন ? সবাই তোমরা নিজ নিজ বিশেষত্বে বিশেষ আত্মা । এই বিশেষত্ব তো তোমাদের সকলের আছে, এমনকি দূর দেশে থেকে, অন্য ধর্মে গিয়েও তোমরা তবুও বাবাকে চিনে নিয়েছো । সুতরাং এই বিশেষ সংস্কারবশতঃ তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে গেছ । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - সেবার ক্ষেত্রে স্ব-সেবা এবং সবার সেবার ব্যালেন্স রেখে মায়াজিৎ ভব

সবার সেবার সাথে সাথে স্ব-সেবা আবশ্যক । এই ব্যালেন্স সদা স্ব-সেবা এবং অন্যদের সেবাতে স্ব-উন্নতির প্রাপ্তি করায় । এইজন্য সেবার ক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করতে করতে এই দুই বিষয়েই ব্যালেন্স রাখলে তোমরা মায়াজিৎ হয়ে যাবে । ব্যালেন্স রাখলে বিস্ময়কর হয় । তা'নাহলে বহির্মুখিতার কারণে বিস্ময়ের পরিবর্তে তোমার নিজের এবং অন্যের স্বভাবের মানসিক চাঞ্চল্যে আটকা পড়ে যাও । সেবাতে ব্যস্ততার ছোটাছুটিতে, মায়া তোমাদের বুদ্ধিকে ঘোড়দৌড় করিয়ে দেয় ।

স্লোগানঃ - নিজের বিশেষত্বের বীজকে সর্বশক্তির জল দ্বারা সিঞ্চন করে বীজকে ফলদায়ক বানাও ।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল ভাইবোন সংগঠিত রূপে সন্ধ্যে৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত নিজের পূর্বজভাবের বিশেষ স্বমানে স্থিত হয়ে পুরো কল্পবৃক্ষকে শক্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন ।